পানামা পেপারসের ব্যাখ্যা অথবা কুকুর কেন নিজেই নিজের গা চাটে

স্লাভোয জিজেক

পানামা পেপারস লিকের ব্যাপারে সবচেয়ে অবাক করা বিষয়টি হচ্ছে, এতে আসলে অবাক হওয়ার মতো কিছুই নেই : এর থেকে আমরা কি ঠিক তা-ই জানতে পারিনি, যা আমরা জানতে চেয়েছিলাম? তবু অফশোর ব্যাংক অ্যাকাউন্টের ব্যাপারে সাধারণভাবে জানা এক কথা, আর হাতেনাতে প্রমাণ পাওয়াটা ভিন্ন কথা। বিষয়টা অনেকটা এরকম–আপনি জানেন আপনার সঙ্গী আপনার সাথে প্রতারণা করছে। আপনি এটা বিমূর্তভাবে গ্রহণ করতে পারেন; কিন্তু আপনার বিষ উঠবে ঠিক তখনই, যখন আপনি অস্বস্তিকর বর্ণনাগুলো জানবেন এবং খোলামেলা ছবিগুলো দেখবেন...তো এখন, পানামা পেপারসের ব্যাপারে বলতে গেলে, বিশ্বের ধনীলোকদের ফিন্যানশিয়াল পর্নোগ্রাফির কিছু নোংরা ছবি দেখে এলোমেলো হয়ে যাচ্ছি আমরা, এবং এখন আর আমাদের পক্ষে ভান করা সম্ভব নয় যে আমরা আসলে কিছুই জানি না।

..এটাই আমাদের আজকের পরিস্থিতি: আমরা বিরাজমান বৈশ্বিক ব্যবস্থার নির্লজ্জ নৈরাশ্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি, যার দালালরা শুধু কল্পনা করে যে তারা তাদের গণতন্ত্র, মানবাধিকারের ধারণাগুলোতে বিশ্বাসী। আর সত্য উন্মোচন করা উইকিলিকস বা পানামা পেপারসের মতো উদ্যোগের মধ্য দিয়ে, এই বৈশ্বিক ক্ষমতাকে সহ্য করার যে লজ্জা আমরা বয়ে চলি, তা আরো লজ্জাজনক হয়ে ওঠে।

পানামা পেপারসে দ্রুত একবার চোখ বোলালে এর একটা স্বতন্ত্র ইতিবাচক এবং একটা স্বতন্ত্র নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে, অংশগ্রহণকারীদের পারস্পরিক সর্বব্যাপী সংহতি : বৈশ্বিক পুঁজির ছায়াময় দুনিয়ায় সবাই ভাই ভাই। পশ্চিমা উন্নত বিশ্ব সেখানে আছে, আছে দুর্নীতিমুক্ত স্ক্যান্ডিনেভিয়ানরাও, এবং তারা হাত মেলাচ্ছে ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে। চীনা প্রেসিডেন্ট জি, ইরান আর উত্তর কোরিয়াও আছে সেখানে। মুসলমান আর ইহুদিরা বন্ধুত্বপূর্ণভাবে বিনিময় করছে–এ যেন মাল্টিকালচারালিজম বা বহুসাংস্কৃতিকতার প্রকৃত রাজত্ব, যেখানে সবাই সমান ও ভিন্ন। নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চোখে পড়ার মতো অনুপস্থিতি, যা রুশ ও চীনা অভিযোগকে কিছুটা কব্জে দেয় যে অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বিশেষ রাজনৈতিক স্বার্থ কাজ করেছে।

তো, এতসব তথ্য দিয়ে আমরা করবটা কী? প্রথম (এবং প্রধানতম) প্রতিক্রিয়াটা নিঃসন্দেহে নৈতিকতাবাদী ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু আমাদের উচিত দ্রুত প্রসঙ্গ বদল করে নৈতিকতা থেকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দিকে চোখ ফেরানো : রাজনীতিবিদ, ব্যাংকার আর ম্যানেজাররা সব সময়ই লোভী ছিল; প্রশ্ন হলো, আমাদের আইনি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এমন কী আছে, যা তাদেরকে তাদের সেই লোভ এত বড় আকারে চরিতার্থ করতে সক্ষম করে তুলল?

২০০৮-এর অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের পর থেকে, পোপ থেকে নিচ পর্যন্ত সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি আমাদের ওপর অত্যধিক লোভ আর ভোগের সংস্কৃতির সাথে লড়াই করার বিধানের বোমাবর্ষণ করে আসছেন। পোপের কাছের এক ধর্মতাত্ত্বিক যেমনটা বলেছেন : "বর্তমান সংকটটা পুঁজিবাদের সংকট নয়, বরং নৈতিকতার সংকট।" এমনকি বামপন্থীদের একাংশও এই পথ অনুসরণ করে। আজকে পুঁজিবাদ-বিরোধিতার কোনো অভাব নেই। কয়েক বছর আগেই 'অকুপাই' প্রতিবাদ বিস্ফোরিত হয়েছিল, এবং আমরা দেখতে পেয়েছি পুঁজিবাদ-বিষয়ক আতঙ্কের পর্যালোচনার পাহাড় : বই, পত্রিকার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান, এবং টেলিভিশন প্রতিবেদনে পরিবেশ দূষণকারী কোম্পানির খবর, মোটা অঙ্কের বোনাস পাওয়া দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যাংকারের খবর; পরে যে ব্যাংকগুলোকে জনগণের অর্থেই বাঁচাতে হয়; এবং অতিরিক্ত কর্মঘণ্টা ধরে শিশুদের কাজ করানো সোয়েট শপগুলোর খবর।

যা হোক, এই পাহাড় সমান পর্যালোচনাগুলোয় একটা কিন্তু আছে। বলাই বাহুল্য, এত কিছুর মধ্যে এইসব বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে লড়াই করার 'গণতান্ত্রিক-উদারনৈতিক' কাঠামোটা কিন্তু প্রশ্নবিদ্ধ হয় না। প্রকাশ্য বা গোপন উদ্দেশ্য হচ্ছে পাবলিক মিডিয়া, সরকারি অনুসন্ধান, কঠিনতর আইন, এবং সৎ পুলিশি তদন্তের চাপের মাধ্যমে আদতে পুঁজিবাদকে গণতান্ত্রিক করা, এবং অর্থনীতির ওপর গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ প্রসারিত করা। কিন্তু এর মাধ্যমে গোটা ব্যবস্থাটাই অপ্রশ্নবিদ্ধ থাকে। এমনকি অকুপাই আন্দোলনের মতো 'এথনিক পুঁজিবাদবিরোধী' সবচেয়ে র‍্যাডিক্যাল রূপের জন্যও আইনের গণতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোটা অস্পৃশ্যই রয়ে যায়।

....সঠিকভাবে বলতে গেলে, পানামা পেপারসের শিক্ষাটা হচ্ছে–এটাই আসল ঘটনা নয় : দুর্নীতি বৈশ্বিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে কোনো অনিচ্ছাকৃত বিচ্যুতি না, বরং এর মৌলিক কার্যকারিতারই একটি অংশ। পানামা পেপারস ফাঁস হওয়া থেকে তাই শ্রেণিবিভাজনের বাস্তবতাই প্রকাশ পায়। পেপারগুলো দেখিয়েছে কিভাবে ধনীরা একটা আলাদা জগতে থাকে, যার নিয়মকানুন সবই অন্য রকম। যেখানে আইনি ব্যবস্থা আর পুলিশি কর্তৃত্ব মিলেমিশে শুধু ধনীদের রক্ষাই করে না, বরং আইনের শাসনটাকে ব্যবস্থাগতভাবেই তাদের উপযোগী করে তোলার জন্য সদাপ্রস্তুতও বটে। ইতিমধ্যেই পানামা পেপারস বিষয়ে অনেক ডানপন্থী 'লিবারাল' প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। যেমন–সমস্ত দায় আমাদের কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থার অথবা এর যতটুকু অবশিষ্ট আছে তার ওপরই বর্তায়। সম্পত্তির ওপর ব্যাপকভাবে কর বসানোর ফলে মালিকেরা স্বভাবতই স্বল্প করের দেশগুলোতে সম্পত্তি সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে এবং শেষ পর্যন্ত এর কোনোটাই আসলে অবৈধ নয়।

এই অজুহাত আপাতশ্রুতিতে যত অদ্ভুতই মনে হোক, এই তর্কের কিছু ন্যায্যতা আছে। এবং এতে বিবেচনায় নেওয়ার মতো দুটো বিষয় আছে। প্রথমত, বৈধ আর অবৈধ লেনদেনকে আলাদা করার রেখাটি ক্রমেই অস্পষ্ট হচ্ছে, এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নির্ভর করছে স্রেফ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ওপর। দ্বিতীয়ত, অফশোর অ্যাকাউন্ট এবং 'ট্যাক্স হেভেনে' অর্থ সরিয়ে নেওয়া মালিকেরা কেউ লোভী দানব নয়, বরং এরা স্রেফ যৌক্তিক মানুষের মতোই চেষ্টা করছে নিজেদের সম্পত্তি রক্ষা করতে।

পুঁজিবাদে আপনি রিয়াল অর্থনীতির সুস্থ শিশুটিকে জীবিত রেখে ফিন্যানশিয়াল স্পেক্যুলেশনের ময়লা পানিটা ছুঁড়ে ফেলতে পারেন না; কেননা ময়লা পানিটাই কার্যকরভাবে সুস্থ শিশুটির রক্তপ্রবাহ। এখানে কারো শেষ পর্যন্ত পৌছাতে ভয় পাওয়া উচিত নয়। বৈশ্বিক পুঁজিবাদী আইনি ব্যবস্থার মৌলিক বৈশিষ্ট্যেই হচ্ছে দুর্নীতিকে বৈধ করা। কোথায় অপরাধ শুরু হয় (কোন লেনদেনগুলো অবৈধ), সেটা কোনো আইনি প্রশ্ন নয়; বরং যথার্থভাবেই একটা রাজনৈতিক প্রশ্ন, ক্ষমতার লড়াইয়ের প্রশ্ন। তো, পানামা পেপারসে যা প্রামাণিকভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে, সহস্র ব্যবসায়ী আর রাজনীতিক কেন তা-ই করে? জবাবটা সেই পুরনো অশ্লীল হেঁয়ালি ঠাট্টার মতোই : কুকুর কেন নিজেই নিজের গা চাটে? তারা পারে তাই।

[মূল প্রবন্ধঃ Explaining the Panama Papers, or, Why Does a Dog Lick Himself? by SLAVOJ ŽIŽEK| লেখাটি পড়া যাবে এখান থেকে : http://www.newsweek.com/panama-papers-dogs-themselves-north-korea-vladimir-putin-444791। সর্বজনকথার জন্য অনুবাদ করেছেন **মুহাম্মদ ইরফানুর রহমান**। সংক্ষেপিত]